দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..22 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

উখিয়ার আনন্দ স্কুল নামে আছে, কাজে নেই!

■ উখিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

গ্রামাঞ্চলের ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে শতভাগ শিক্ষার হার বাস্তবায়নে সরকার আনন্দ স্কুল কার্যক্রম চালু করলেও অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ওই শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। উখিয়ায় স্থানীয় কতিপয় দালাল চক্র ও আনন্দ স্কুল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে একাধিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার কমছে। উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের পশ্চিম হরিণমারা আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা গোলশান আরা বেগম জানান, তার প্রতিষ্ঠান থেকে এবার ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় (পিএসসি) অংশগ্রহণ করছে। অথচ এখানে দায়িত্বরত আনন্দ স্কুল কো-অর্ডিনেটর জহিরুল ইসলাম তার স্কুলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক রিপোর্ট দেয়ায় গত একবছর ধরে তিনি বেতনসহ আনুষঙ্গিক ভাতাদি পাচ্ছেন না। জালিয়াপালং ইউনিয়নের নিদানিয়া মৃত আব্বাছ হাজীর বাড়ি আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা আশেয়া বেগম অভিযোগ করে জানান, তার স্কুল থেকে এবার ১২ জন শিক্ষার্থী পিএসসিতে অংশগ্রহণ করছে। ওই ছাত্র-ছাত্রীদের ডিআর সংগ্রহের কথা বলে উপজেলার আনন্দ স্কুলের দায়িত্বে নিয়োজিত কো-অর্ডিনেটর জনপ্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৬০ টাকা করে আদায় করার পরও ৪ শিক্ষার্থী প্রবেশপত্র পায়নি।

উপজেলার ১১১টি আনন্দ স্কুল কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলেও অস্তিত্বহীন আনন্দ স্কুলের নাম ভাঙিয়ে কতিপয় দালাল চক্র সংশ্লিষ্টদের ম্যানেজ করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেও যারা ১/২ বছর ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছে না তা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের কোন মাথাব্যথা না থাকায় কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে জানার জন্য উখিয়া আনন্দ স্কুলের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরের মোবাইলে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। তবে আনন্দ স্কুলের সহকারী মহাপরিচালক ডক্টর শাহরিয়ার সালমা নারগিস জানান, গ্রামাঞ্চলের অল্পশিক্ষিত আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকারা মাসিক প্রতিবেদন পেশ করতে অনেক ভুল করেন। যার উপর নির্ভর করছে বেতন-ভাতা। তবে তিনি কো-অর্ডিনেটর জহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পিএসসি পরীক্ষায় যেসব স্কুল অংশগ্রহণ করেছে তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধের প্রক্রিয়া চলছে।